Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ ডিসেম্বর, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ৫ ডিসেম্বর, ২০১৬, সোমবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩

সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র রক্ষায় যুবদের সংহতি দৌড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ ডিসেম্বর ঃ সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বানকে সামনে রেখে ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে কালনায় 'সংহতি দৌড়' কর্মসূচি সংগঠিত করে যুবরা। এদিন জমায়েত ছিল হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের গজলক্ষ্মী তলায়। বিভিন্ন শ্লোগান লেখা অ্যাপ্রন পড়ে হাতে ফেস্টুন নিয়ে যুবরা দীর্ঘ পাঁচ কিমি পথ অতিক্রম করে কালনা শহরের তেঁতুলতলা পৌঁছায়। তারপর পথসভার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক পরেশ মন্ডল। ৬ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরেও সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির জন্য রোড শো কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

৩৯তম বর্ধমান বইমেলা

বর্ধমান, ২ ডিসেম্বর ঃ অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত ৩৯ তম বর্ধমান বইমেলা শুরু হলো শাঁখারী পুকুর হাউসিং-এর উৎসব ময়দানে। বইমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রচেত গুপ্ত। কলকাতা বইমেলার কমিটির সম্পাদক তথা পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, পৌরপতি ডাঃ স্বরূপ দত্ত, আয়োজক অভিযান গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ। ঐতিহ্যবাহী দেবপ্রসন্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্বচর্চা কেন্দ্রের সভাপতি অজয় ঘোষ ও সম্পাদক ডঃ সর্বজিৎ যশ এর হাতে। এদিন অভিযানের পক্ষ থেকে অন্নপূর্ণা ফাউণ্ডেশনকে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বইমেলা কমিটির সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্ত্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বইমেলা কমিটির সহ-সম্পাদক নিরুপম চৌধুরী। এবার ৮৬ টি প্রকাশন সংস্থা তাদের ষ্টল নিয়ে হাজির হয়েছে। দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা চলবে। ১১ ডিসেম্বর বই মেলার শেষ দিন।

শেষ হল কৃষকসভার জেলা ৩৯তম সম্মেলন

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন সর্বভারতীয় কৃষক নেতা মদন ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ৪ ডিসেম্বর: শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যকে অনুকূলে নিয়ে আসার ডাক দিয়ে শুরু হল বর্ধমান জেলা কৃষকসভার ৩৯তম সম্মেলন। রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন উপলক্ষে কাটোয়া শহর লাল পতাকা, ফেস্টুন, ফ্লেক্সে সেজে উঠেছে, তৈরি হয়েছে বিশাল তোরণ। গত ২ ডিসেম্বর কাটোয়া স্টেশনবাজার চৌরাস্তাতে একটি বড় রকমের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় কৃষক নেতা মদন ঘোষ। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, সন্ত্রাস-আক্রমণের মোকাবিলা করেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের রাস্তায় নামতে হবে। শুধু উদারনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই হবে না, পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শক্তি ও গণতন্ত্রের জন্যও লড়াই জারি রাখতে হবে। প্রতিদিনের জীবন-যন্ত্রণা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর ছলনা ও প্রতারণার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, এই রাজ্যে কৃষক যাতে বাঁচবে তার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিদিন ধানের দাম কমছে, বাড়ছে সারের খরচ, জলের খরচ। নগদ মজুরির অভাবে কৃষক মাঠে ধান কাটতে পারছে না, খেতমজুরও মজুরি পাচ্ছে না। সমবায় ব্যাঙ্ক হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ওদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিমান বিভ্রাট, সেনা অভ্যুত্থানের গল্প শোনাচ্ছেন। আর কেন্দ্রের সরকার ধনী কর্পোরেটদের হাজার হাজার কোটি টাকার কর ছাড় দিচ্ছে, টাকা নেই অজুহাতে খাদ্য সুরক্ষা তহবিলে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্মেলনে প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আব্দার রেজ্জাক মন্ডল। বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অঞ্জন চ্যাটার্জি।

৪ঠা ডিসেম্বর প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত কৃষক নেতা নৃপেন চৌধুরী ও অমল হালদার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন ২৬জন প্রতিনিধি। সম্মেলনে উপস্থিত মোট ৩৭১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৫২জন মহিলা প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। এদের মধ্যে খেতমজুর প্রতিনিধি আছেন ১৩৪ জন, কৃষক প্রতিনিধি আছেন ২৩৭ জন। আবার এদের মধ্যে ৫৮ জন সাজানো ও মিথ্যা মামলায় কারাবাস করেছেন। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের পরে শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন ১২৩ জন। মিথ্যা মামলায় আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছেন ১০৯ জন। ২৩ জনকে ১০ টিরও বেশি সাজানো ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। একমাত্র প্রতিনিধি নজরুল হকের বিরুদ্ধেই সাজানো হয়েছে ৩৮টি মামলা। সম্মেলন থেকে সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের দুটি পৃথক জেলা কমিটি গঠিত হয়। সারা ভারত কৃষক সভার বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে উদয় সরকার ও সৈয়দ হোসেন। সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন বীরেশ মণ্ডল ও গণেশ চৌধুরী।

কৃষকসভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ

মহিলা সংঘর্ষ জাঠা এগিয়ে চলেছে

নিঃ সঃ, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ঃ গণতন্ত্র, নারী অধিকার রক্ষা ও শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা ছড়িয়ে দিতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে এলাকায় এগিয়ে চলেছে মহিলাদের জাঠা। কোলকাতার মৌলালী মোড়ে এই জাঠার সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন বনানী বিশ্বাস। এর পর জাঠা হাওড়া হয়ে হুগলী। হুগলীর বৈদ্যবাটীর পর বর্ধমান শহরে। এদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বর্ধমানের কার্জনগেটে এসে পৌঁছায় মহিলা জাঠা। অসংখ্য মহিলা এগিয়ে এসে সংবর্ধনা জানান জাঠা যাত্রীদের। বক্তব্য রাখেন অঞ্জু কর, কনীনিকা ঘোষ, ভারতী ঘোষাল, সাধনা মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন সাবিত্রী মজুমদার, অঞ্জলী মণ্ডল, সমিতা হর চৌধুরী, গৌরী ব্যানার্জী সহ প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। বর্ধমান হয়ে পানাগড় ও দুর্গাপুর হয়ে আসানসোলে মহিলা জাঠা পৌঁছায়। ভোপাল অভিমুখী মহিলাদের জাঠা পরিণত হয় জনজোয়ারে। আসানসোলে জেলা গ্রন্থাগার সংহতি মঞ্চ সংলগ্ন মাঠ উপচে সমাবেশ ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তায়। ২ নম্বর জাতীয় সড়কে জুবিলি মোড়ে জাঠার অপেক্ষায় ছিলেন মানুষ। বেলা তখন ৩টা প্রায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে নতুন প্রভাত আনতে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম জোরদার করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। মহিলাদের উপর রাজনৈতিক, গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। সম কাজে সমান মজুরি দিতে হবে। লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করতে হবে। জাতীয় ঐক্য সংহতি-ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা

—এরপর চারের পাতায়

অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও ইস্পাতনগরীর বেকরকারিকরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিশাল পদযাত্রা

দুর্গাপুর, ৪ঠা ডিসেম্বর : শিল্পনগরী দুর্গাপুর বিপন্ন। ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা এবং ১৬টি বেসরকারি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার দুর্গাপুর কেমিক্যালস বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইল (স্টিল অর্থরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড) এর বিশ্বখ্যাত অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট সহ সালেম ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্টকে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিক্রি না হলে বন্ধ করার দিকে যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। সংবাদমাধ্যমে ও সেইলের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী সহ সেইলের সমস্ত টাউনশীপ বেসরকারিকরণ করা হবে। রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বিদ্যুৎ-উৎপাদক সংস্থা ডিপিএল ধুঁকছে। সম্পূর্ণ বৈমাতৃসুলভ আচরণ করে সেইল তার ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টগুলির মধ্যে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডি.এস.পি) এ কম বিনিয়োগ করেছে। অথচ উৎপাদন ও মুনাফা করার দিক থেকে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ২য় স্থানে পৌঁছায়। অন্য দিকে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বিক্রি বা বন্ধ হলে, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডি.এস.পি) এর একই পরিণতি হওয়ার আশংকা। ইতিমধ্যে দুর্গাপুর (পূর্ব) এর সি.পি.আই (এম) বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিষয়ে হস্তক্ষেপ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনটি চিঠি দিয়েছেন।

২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে, সি.আই.টি.ইউ করার অপরাধে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট থেকে ৫০০ জন মহিলা শ্রমিক সহ ৩৫০০ এর বেশি ঠিকা শ্রমিক উচ্ছেদ করেছে ক্ষমতাসীন দল। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে এই সব শ্রমিক পরিবারগুলির, অনেক শ্রমিক মারা গেছেন। সি.পি.আই(এম) পার্টি ও বিভিন্ন গণ-সংগঠন ধারাবাহিকভাবে শাসকদলের সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। সারা রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে ইস্পাতনগরীতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চলছে।

শিল্প বাঁচাও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প বাঁচাও, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও ইস্পাতনগরীর বেসরকারিকরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলো, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, আমাদের প্রিয় শহর দুর্গাপুর বাঁচাও-এই দাবিতে দুর্গাপুর ইস্পাত ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৫ ডিসেম্বর ২০১৬

‘যে যার ধর্ম পালন করি, সবাই মিলে দেশটা গড়ি’

প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশ শান্তির দেশ নামে পরিচিত। বিশ্বে একমাত্র দেশ যেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মানুষ একসাথে বাস করেন। বলা হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ও নানা ধর্মের মানুষ এদেশে সুখে এবং শান্তিতে বসবাস করেছেন। আজকের বিশ্বে কোনও একটি দেশ একটি মাত্র জাতি বা সম্প্রদায়ের দেশ হিসাবে নিজেদের পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিশ্বের প্রতিটি দেশে একাধিক ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি একসাথে বসবাস করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন আমাদের দেশের পরম্পরা। এরজন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা কৃচ্ছসাধন করেছেন। সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা- সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন করে। দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি যেমন আমাদের দেশের সুখ-সমৃদ্ধিকে আঘাত করেছিল, তেমনি ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা আমাদের দেশের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। কতিপয় বর্বর মিলে একটি ঐতিহাসিক সৌধকে ধ্বংস করেছিল। অযোধ্যার এই ঘটনা শুধু সারা দেশকেই নয়, সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। সুখের কথা আমরা সেই কালো দিনটি অতিক্রম করে আসতে পেরেছি। ৬ই ডিসেম্বর প্রতি বছর আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই কালো অধ্যায়ের কথা। বিশেষ করে সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক হানাহানির যে সমস্ত খবরপ্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও সারা ভারতের মতো প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের বাস। আবহমানকালের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আমরা পাশাপাশি বাস করে চলেছি। আসুন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অঙ্গীকারে এই দিনটিকে আমরা স্মরণ করি। ‘যে যার ধর্ম পালন করি, সবাই মিলে দেশটা গড়ি’ - এই হোক আজকে আমাদের শপথ।

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে উত্তাল অ্যালয় স্টিল

দুর্গাপুর, ১ ডিসেম্বর : ‘লড়াই কা ময়দান মে, মজদুর-মজদুর ভাই ভাই’—দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকরা যৌথভাবে তা আবারও প্রমাণ করলেন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ‘মার্জার’ ঘোষণার সাথে এইচ. এস. ই. ইউ. (সি.ই.টি.ইউ) এ.এস.পি-র বেসরকারিকরণের আশংকা করে লাগাতার যৌথ আন্দোলনের আহ্বান জানায়। এ.এস.পি.-র বেসরকারিকরণের জন্য সেবি-কে লেখা সেইল-এর গোপন চিঠি ফাঁস হতেই দুর্গাপুরে প্রবল বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এইচ.এস.ই.ইউ-এর পক্ষ থেকে আজ সকাল থেকে বিক্ষোভ-কর্মসূচি পালন করার ডাক দেওয়া হয়। সকালে কারখানার গেটে বিক্ষোভ শুরু হলে, আই.এন.টি.ইউ.সি-এর নেতৃত্ব বিক্ষোভে যোগ দিলে, বিক্ষোভ কার্যতঃ জনসমুদ্রের রূপ নেয় এবং কারখানার গেট অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

বক্তব্য রাখেন এইচ.এস.ই.ইউ (সি.ই.টি.ইউ) এর পক্ষে বিজয় সাহা, রামপঙ্কজ গাঙ্গুলী ও অরুণ চৌধুরী (ডি.এস.পি. ইউনিট) এবং আই.এন.টিউ.সি এর পক্ষে শিবপ্রসাদ দাস ও চন্দন ঘোষ। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। তিনি এ.এস.পি.-র বেসরকারিকরণের সিধান্তের জন্য মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে এর ফলে দুর্গাপুর সহ গোটা রাজ্যের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

সমাবেশ থেকে কর্তৃপক্ষকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন? কত সালে? কীনাম? তাঁর জন্ম কবে?
২. ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কে কবে কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন?
৩. ১৯৪৭ সালে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে ভাগ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে দুটি কমিশন করে, তার সর্বোচ্চ পদে কে ছিলেন?
৪. প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ব্রিটিশ শাসনকালে বঙ্গপ্রদেশকে (তখন বাংলা, বিহার এবং ওড়িষা নিয়ে বাংলা প্রদেশ) তিনটি প্রদেশে কে ভাগ করেন?
৫. ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনী (BSF) কবে গঠিত হয়?
৬. ভারতীয় ট্রেনে ‘কুকিংকার’ কবে যুক্ত করা হয়েছিল?
৭. ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার গ্যাস লিক কবে ঘটেছিল? তাতে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল? জখম কত ছিল?
৮. কে কবে মুর্শিদাবাদের নবাবের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়? তখন সদর নিজামত আদালত কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?
৯. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে হন? তাঁর কোথায় কবে জন্ম? তিনি কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
১০. দিল্লির কুতুবমিনারে কবে থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা নিষিদ্ধ করা হয়? কেন?
১১. থাইল্যাণ্ড দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? থাইল্যাণ্ডের আগে কি নাম ছিল?
১২. ভারতের কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কবে কোথায় প্রয়াত হন? কবে তাঁর জন্ম?

(উত্তর শেষের পাতায়)

একটি মৃত্যুর আগে

অশ্বিনীকুমার

টাকা তোলার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর খবরে তোলপাড় সারা দেশ। নোট বাতিলের ‘আশ্চর্য দাওয়াই’ আপামর জনতাকে উদ্বেল করেছে বলতেই হবে। যে মানুষটির জন্য সিনিয়র সিটিজেনের অগ্রাধিকার আইনসিদ্ধ, তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে রইলেন টাকার জন্য। তারপর মারা গেলেন সরকারকে বিপদে ফেলে। যে মানুষটার ঘরে বসে কারও সেবা-যত্ন পাওয়ার কথা, তিনি বাধ্য হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিলেন কটি মহামূল্যবান সরকার স্বীকৃত বিনিময় মাধ্যমের জন্য যার অদর্শনে আসমুদ্র হিমাচল এমন নিদ্রাহীন।

আমরা যদি ওই বৃদ্ধের মৃতদেহ অনুসরণ করি, হয়তো পৌঁছে যাব কোন এক চিলতে ঘর-বারান্দায়, যেখানে হয়তো কোন বৃদ্ধা বা কোন পোষা বেড়াল অপেক্ষা করে আছে বৃদ্ধের জন্য।

নিঃসঙ্গতা আজ বয়স্ক মানুষদের নিত্যসঙ্গী। বিশেষতঃ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, যারা আরও বড়লোক, আরও ঝাড়া হাত-পা, আরও নিয়ক্লিয়ার হওয়ার জন্য ব্যাকুল, তাদের পরিবারের চৌহদ্দিতে বয়স্কদের একাকীত্ব আজ চেনা ছবি। ছেলে বিদেশে থাকে বা দক্ষিণে থাকে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে দূরে, ওরা সবাই ব্যস্ত, বুড়ো-বুড়ি তাদের চেয়েও বুড়ো ঝরঝরে একটা বাড়ি আঁকড়ে পরে আছে দিনের পর দিন, এতো এখন চেনা ছবি। পাড়ার কিছু হিতাকাঙ্ক্ষী এসে পরামর্শ দেয়, জমি-বাড়ি প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়ে, একটা ফ্ল্যাট আর কিছু টাকার বিনিময়ে ‘নিশ্চিন্ত জীবনে’ বাকি কটা দিন কাটানোর জন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তারা উদ্যোগী হয়ে হয়তো যোগাযোগ করে—ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। পুরানোপন্থী বাবা-মাকে বোঝানো কঠিন এই পুরানো নরঝড়ে ইঁট বারহওয়া বাড়িটা রক্ষা করা কতো কঠিন। তবুও স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচতে চায় বুড়ো-বুড়ি। এই বুড়ো বাড়িটার ইঁট-কাঠপাথরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা আত্মিক। দেওয়ালের এখানে ছিল বাবা-মার ছবি। কালের গ্রাসে তা গেছে। ঘরের ওই কোণে মাদুর বিছিয়ে বসে থাকতো বুড়ো বাপ। এসব জিনিস গাঁইতি-কোদালের মুখে ফেলে দিতে মন চায়না ওদের, যদিও চোখে দেখার আলো নিভে এসেছে।

এরকম সব ছবিতে ভরা এখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের নিজেদের সমাজ। বহু জায়গায় বাড়ির কাজের লোক আছে রান্না-বাড়ার জন্য, ঘর পরিস্কারের জন্য, হাত-পা মালিশ করার জন্য, ওষুধ খাওয়ানোর জন্য। এই সব ভাড়া করা লোকেদের জন্য আছে টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি। কিন্তু ভাড়াকরা ছেলে মেয়ে, নাতিনাতনির চল এখনও হয়নি। তাই ওটুকুর অভাব মানতেই হয়। এভাবেই নিজেকে বোঝানো উচিত। আধুনিক বয়স্ক বা বয়স্কা মানুষের।

কে নিয়ে যাবে চোখের ছানি কাটাতে? বাথরুমে পড়ে হাড় ভাঙলে, কে নিয়ে যাবে হাসপাতালে? মাঝরাতে বুড়ো বুড়ির একজনের বুকে ব্যাথা বা হাত-পা অচল হলে, কে খবর দেবে অ্যাম্বুলেন্সে? এই সব সময়েই মানুষের প্রয়োজন হয় কাছের মানুষের। রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, এই সময় তাদের কথা মনে পড়ে প্রথমে। তাদের জন্য তখন প্রাণ কাঁদে কিন্তু সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর তাদের অনেকেরই সুইচ অফ। বুড়ো-বুড়িদের পাঠানো তরঙ্গ ইথারে খাবি খেয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘরের কোণে তখন খাবি খায় বুড়ো বুড়ির দল। এসবের চেয়ে অনেকে বেছে নিয়েছে বৃদ্ধাশ্রম। যেমন দস্তুর, তেমন বৃদ্ধাশ্রমের পরিষেবা। টাকায় কেনা আশ্রমের সিট, টাকার পরিমানের হেরফেরে, এসি, নন-এসি, খাবার মান, হাসির পরিমান, সামনের লন, বসার জায়গা, হাঁটার ছোট রাস্তা, সবই নির্ধারিত হয়। একদিক থেকে দেখলে শান্তি। ছেলের, ছেলের বউয়ের গম্ভীর মুখ, বিঘ্নিত গৃহ শান্তি মন ভারী করেনা বৃদ্ধাশ্রমে। শুধু এক অচেনা শূন্যতা ঝুলতে থাকে মনের আনাচে কানাচে, পুরানো বাড়ির বহু দিনের ঝুলের মতো। দীর্ঘ অবসরের অলস চিন্তা জাল বুনে চলে মনের গভীরে। এসব ব্যাপার যারা ‘ইগনোর’ করতে পারে তারা হাসিমুখে ঘুরে বেড়ায় বৃদ্ধাশ্রমের ঘর থেকে ঘরে। যারা পারে না তাদের জন্য আছে হতাশা-নিরোধক বড়ি সোজা কথায় অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট।

সবধরণের পরিষেবা, পয়সার বিনিময়ে কেনা সুখ যে সব নয় তা হাড়ে হাড়ে বোঝে বয়স্করা। অভাবের সংসারের টানাপোড়েনের স্মৃতি, ছোটছোট ঝগড়া, মনোমালিন্য, আড়াল আবডাল খুঁজে কান্নাকাটি, আবার মুখরা জা-এর এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরা, চোখ মুছিয়ে দেওয়ার মতো অতিতুচ্ছ ঘটনা ঝড় তোলে বুড়ির মনে। আলাদা হয়ে যাওয়া, অন্য কোথাও বাড়ি করে চলে যাওয়া সেই মুখরা মহা-আপদের জন্য তার মনে কেমন করে এখন। কোথায় পাবে তার ঠিকানা? সে-ও তো বুড়ি হয়েছে এমনি। আছে কি নেই, কেই-ই বা জানে? এত ছুটন্ত আমাদের কাছে এই সব সেন্টিমেন্ট নেহাতই গতিহীন এক মানসিক চর্বিত চর্বন। সফলভাবেই আমরা সময় মাপতে পারছি

টাকার অঙ্কে। আমরা সময় বিক্রী করতে পারছি। আগে সময় ছিল হেলা-ফেলা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করার জিনিস। এখন সময় মহামূল্যবান বস্তু। এর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। একজন মহাতারকার পর্দায় প্রতিটি ঘন্টার মূল্য কত? তেমনি তোমারও কিছু মূল্য আছে। তোমার সময় তুমি বিক্রী করতে শেখো। সেখার শেষ নেই। শেষ নেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা জিনিস বিক্রী করার কায়দা কানুনের।

এমন ‘উন্নতির’ স্রোত থেকে দূরে বসে কে সময় নষ্ট করবে দু-দণ্ড কথা বলে বাতিল, ‘অনপ্রোডাকটিভ’ মানুষদের জন্য? তাই পয়সার বিনিময়ে হাত-পা টেপার লোক, খাবার মুখের কাছে ধরার লোক ইত্যাদি।

দোষ কারো নয় তো মা। কেউ আলাদাভাবে দায়ী নয় এসবের জন্য। একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তিল তিল করে। মানুষ পয়সা ফেলে সব কিনতে কিনতে , জমি-বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, সব কিছুর মতো নিজেও পণ্য হয়ে গেছে কিভাবে হয়তো বোঝেনি। ভোগের তত্ত্ব সোচ্চারে প্রতিষ্ঠিত কয়েছে নিজেকে সমাজের সর্বত্র। কিন্তু দুর্ভোগের তত্ত্ব যে তার মনের গভীরে ভাষা খুঁজে ক্লান্ত হয়ে চোখের জল হয়ে যাচ্ছে জীবনের শেষ প্রান্তে তা বুঝতে অক্ষম সে। এমনও সে পয়সা দিয়ে সব কিনতে চাইছে, দীর্ঘ দিনের অভ্যাস।

সবকিছু পণ্য হয়েও, সবকিছুই পণ্য হয়ে যায়নি। প্রাকৃতিক নিয়মেই তা হয়নি। প্রাণখোলা হাসি, গভীর বেদনার অনুভূতি, বিরহের ভাষাহীন অনুভব, আনন্দের হালকা স্পর্শ, এসব এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিগড়ের বাইরে। এসব অনুভব থেকেই হয়তো একদিন শক্তির জন্ম হবে, যা পণ্যের এই রাক্ষুসে দাপট হেসে উড়িয়ে দেবে। সেদিন আবার নাতি-নাতনিরা চাঁদ মামার দেশে পাড়ি জমাবে দাদু-ঠাম্মার কোলে পিঠে চেপে।

এক্স-রে

কাজী আবদুল করিম

১৮৯৫ সালের ৮ নভেম্বর চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ভিলহেল্ম কনরার্ড রন্টজেন (জন্ম ২৭-০৩-১৮৪৫ মৃত্যু ১০-০২-১৯২৩) এক্স-রে (X-Ray Photography) ফটোগ্রাফি আবিষ্কার করেন।

‘এক্স-রে’ আবিষ্কারের জন্য নোবেল কমিটি তাঁকে ১৯০১ সালে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। উল্লেখ থাকে ১৯০১ সাল থেকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল।

২০১২ সালে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব রেডিওলোজি, রেডিওলোজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা এবং আমেরিকান কলেজ অব রেডিওলোজি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতি বছর এক্স-রে আবিষ্কারের দিনটিকে স্মরণে রেখে ৮ নভেম্বর দিবসটি ‘আন্তর্জাতিক রেডিওলোজি দিবস’ হিসাবে পালন করা হবে।

আমরা প্রায় সকলেই জানি মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোগ বা উপক্ষয় নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকরা নানা ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। তার মধ্যে অন্যতম হল এক্স-রে, রেডিও

থেরাপি, সি টি স্ক্যান, আল্ট্রাকার্ডিয়োগ্রাফি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, পেট, এম আর আই এন্ডোসকপি প্রভৃতি। এই পদ্ধতিগুলির সবকটিই রেডিওলোজির অন্তর্ভুক্ত। এই সব পদ্ধতিগুলিতে এক্স-রশ্মি, উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ চৌম্বক ক্ষেত্র বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ইত্যাদির ব্যবহার করে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিত্র গ্রহণ করা হয় এবং ঐ চিত্রের সাহায্যে কোনো রকম অস্ত্রোপচার ছাড়াই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যে বিশেষজ্ঞ এই পদ্ধতি ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় করেন তাকে রেডিওলোজিস্ট বলা হয়।

ফুসফুসের যক্ষা, মাথার বা পেটের টিউমার, পেটের মধ্যে ঘা (আলসার) ক্যানসার, হাড়ের রোগ প্রভৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রেডিওলোজির ব্যবহার অপরিহার্য।

১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেডিওলোজির ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছিল। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রেডিওলোজি এবং রেডিওলোজিস্টের অবদান অতুলনীয়। এই রেডিওলোজির বিষয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। ফলে ব্যয় সাপেক্ষ বলে অনেকেই এই বিষয়টিকে দেখে থাকেন। এই সচেতনতার অভাব দূর করার জন্যই মূলত আন্তর্জাতিক রেডিওলোজি দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

এই দিবস পালনের মধ্যদিয়ে রেডিওলোজির বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কাজগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই সব পদ্ধতির উপযোগিতা নিয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করা এবং সচেতনকরার জন্যই আন্তর্জাতিক রেডিওলোজি করানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

নানারূপে ক্যাকটাস

ড. অসিত বরণ দে

ক্যাকটাস হল রসালো, প্রধানত বীরুৎজাতীয় বা গুল্মজাতীয় গাছ, তবে কিছু প্রজাতির ক্যাকটাস আবার বেশ বড়—বৃক্ষজাতীয়। সবচেয়ে লম্বা ক্যাকটাস হল 'প্যাকিসিরিয়াস প্রিংলাই', প্রায় ৬৩ ফুট লম্বা আর সবচেয়ে ছোট ক্যাকটাস হল 'ব্লস্‌ফেল্ডিয়া লিলিপুটিয়ানা' লম্বা ১/২ ইঞ্চি। ক্যাকটাসের শরীরটা প্রধানত চ্যাপ্টা, তবে অনেকে গোলাকার, কেউবা আবার বেলনাকার। কিছু কিছু ক্যাকটাসের পাতা দেখা যায় যা অতি ক্ষুদ্র আর আঁশের মতো পাতলা। তবে বেশীরভাগ ক্যাকটাসেরই পাতা নেই, কারণ তা রূপান্তরিত হয়েছে কাঁটায়। ক্যাকটাস প্রধানত জন্মায় পৃথিবীর শুষ্ক, রুক্ষ অঞ্চগুলোতে যেখানে মাটিতে জলের যথেষ্ট অভাব। অনেক ক্যাকটাস জন্মায় দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমিতে। 'একিনপ্‌সিস আটাকামেনসিস', 'কোপিয়াপোয়া সিনেরিয়া'-র মতো ক্যাকটাসেরা জন্মায় চিলির আটাকামা মরুভূমিতে যেখানে ১০ বছরে হয়তো বা একদিন বৃষ্টি হয়। কুয়াশা থেকে যতটুকু জল মাটিতে সঞ্চিত হয় তা দিয়েই এই অঞ্চলের ক্যাকটাসেরা বেঁচে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকায় অ্যারিজোনার মরুঅঞ্চলে জন্মায় সাগুয়ারো নামের এক ক্যাকটাস, বিজ্ঞানীদের কাছে যা 'সিরিয়াস জাইগ্যান্টিয়াস' নামে পরিচিতি। এ এক বিশালকায় ক্যাকটাস—দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুটেরও বেশী অর্থাৎ প্রায় ৪ তলা বাড়ীর সমান, আর এর ব্যাসও যথেষ্ট, প্রায় ২ ফুট। এরা ২৫০ থেকে ৩০০ বছর বাঁচে। এর ফুল দেখতে অনেকটা ধুতরো ফুলের মতো। এই ফুল আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের অ্যারিজোনা রাজ্যের 'State Flower' হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। প্রধানত উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা হল ক্যাকটাসের বাসভূমি। উত্তর আমেরিকায় কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত ক্যাকটাসের বিস্তৃতি। আমেরিকায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে যে সোনারা মরুভূমি রয়েছে সেখানে শতাধিক প্রজাতির ক্যাকটাসের বাস। ব্রাজিলে জন্মায় ক্রিস্টমাস কাকটাস নামের এক গাছ যা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের ভাষায় 'জাইগোক্যাকটাস ট্রাঙ্কেটাস'। ডিসেম্বর মাসের হিমেল হাওয়ায় স্বল্পকালীন দিনের আলো আর দীর্ঘকালীন রাত্রির অন্ধকারের প্রভাবে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে এই গাছ। যেসব দেশে যথেষ্ট মাত্রায় ক্যাকটাস জন্মায় সেগুলি হল— আমেরিকা, মেক্সিকো, চিলি, পেরু, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, মরক্কো, টিউনিসিয়া, কিনিয়া, মাদাগাস্কার, মরিসাস, অস্ট্রেলিয়া, ইটালির সিসিলি, ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৭৫ রকম ক্যাকটাস রয়েছে, যদিও এই সংখ্যাটা নিয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে, আর এই ১৭৫ রকম ক্যাকটাসের প্রজাতি সংখ্যা হল প্রায় ২০০০। সমতলভূমি থেকে ৩৬০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এদের দেখা মেলে। এদের অনেকেই বাহারী গাছ হিসেবে স্থান পেয়েছে উদ্ভিদপ্রেমী মানুষের বাগানে, অনেকেরই জায়গা হয়েছে মাটির টবে। এদের নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ক্যাকটাস হাউস, গড়ে উঠেছে Museum, গড়ে উঠেছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। আমেরিকার অ্যারিজোনায় 'Desert Botanical Garden'-এ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হরেক রকম মনমাতানো সব ক্যাকটাস। তাদের সৌন্দর্যের জুড়ি মেলাই ভার। ক্যাকটাস প্রধানত মাটিতে জন্মলেও কিছু ক্যাকটাস পরাশ্রয়ী, তারা জন্মায় অন্য গাছের উপরে। শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় এমনই এক ক্যাকটাস, নাম যার 'রিপ্‌স্যালিস ব্যাক্কিফেরা'। কিছু ক্যাকটাস আবার লতাজাতীয়, অন্য গাছকে জড়িয়ে ধরে তারা বেড়ে ওঠে। 'এপিফাইলাম অক্সিপেটালাম' হল এমনই এক গাছ যাকে 'রাতের রানী' বলে, 'ব্রহ্মকমল'ও বলে।

পশুখাদ্যের ভূমিকায় ক্যাকটাস ঃ

পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলের মাটিতে জলের এতই অভাব যে সেখানে গাছপালা বিশেষ একটা জন্মায় না। অনেক শাকাশী প্রাণী তাই এই সব দেশে খাদ্যের অভাবে মারা যায়। তবে সেই রুক্ষ মাটিতে ক্যাকটাস জন্মায় যথেষ্টই। এইসব দেশের সরকার এবং জনসাধারণ তাই অনোন্যপায় হয়ে পশুখাদ্য হিসেবে ক্যাকটাসকেই বেছে নিয়েছেন। সেখানে পশুখাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে ব্যাপকভবে ক্যাকটাসের চাষ করা হচ্ছে— কোথাও বা সেই জমির পরিমান ১ লক্ষ হেক্টর, কোথাও বা তা ৪ লক্ষ হেক্টর ছাড়িয়ে গেছে। যেসব ক্যাকটাস চাষ করা হচ্ছে তার মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির ক্যাকটাসের কাঁটা নেই। 'ওপানসিয়া ইনারমি', 'ওপানসিয়া রোবাস্টা', 'নোপালিয়া কোটিনিলিফেরা' হল এই রকম কিছু ক্যাকটাস। ক্যাকটাস চাষে অগ্রণী দেশগুলো হল— আমেরিকা, টিউনিসিয়া, ব্রাজিল, সিসিলি। আর যেসব পশুদের খাওয়ানোর জন্য ক্যাকটাসের চাষ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে শুয়োর, ছাগল, ভেড়া, উট, গরু, ঘোড়ার মতো পশুরা। মেক্সিকোতে ডেয়ারিশিল্পে ক্যাকটাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ হল যেসব গরুদের ক্যাকটাস খাওয়ানো হয় তাদের দুধের একটি বিশিষ্ট স্বাদ থাকে। এমনকি এই দুধের থেকে তৈরী মাখনেও সেই স্বাদটি পাওয়া যায়। মেক্সিকোর অধিবাসীদের কাছে এইরকম স্বাদের দুধের এবং মাখনের খুবই চাহিদা। এইসব দেশের মানুষেরা কাঁটায়ভরা ক্যাকটাসগুলো থেকে মেসিনের সাহায্যে কাঁটা কেটে ফেলে তাদের গৃহপালিত পশুদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন, ঠিক যেমন করে মা পরম স্নেহে তাঁর ছোট্ট শিশুটিকে কাঁটা বেছে বেছে মাছ খাইয়ে দেন যাতে তার গলায় কাঁটা ফুটে না যায়। তবে উট কিন্তু কাঁটার পরোয়া করে না, অতি আয়াসেই সে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে কাঁটাভরা সব ক্যাকটাস।

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিনাংশে পশুরা সাধারণত গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০ কিলোগ্রাম ক্যাকটাস খায়। একটা ৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের ভেড়ার প্রয়োজন হয় ৫ থেকে ৬ কিলোগ্রাম ক্যাকটাস। আবার একটা ৪০০ কিলোগ্রাম ওজনের পশুর প্রয়োজন ৪৪ থেকে ৪৫ কিলোগ্রাম ক্যাকটাস। ক্যাকটাসের মধ্যে থাকে যথেষ্ট পরিমানে জল, এদের শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশই হল জল। তাই ক্যাকটাস খেলে এইসব পশুদের শরীরের পানীয় জলের প্রয়োজনের বেশীরভাগটাই মিটে যায়। ফলে শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে, যেখানে জলের যতেষ্ট অভাব রয়েছে সেখানে মানুষকে পশুদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা খুব

একটা করতে হয় না। ক্যাকটাসে থাকে যথেষ্ট পরিমানে কার্বোহাইড্রেট আর ভিটামিন A, কিন্তু প্রোটিন থাকে খুবই কম। ১ কিলোগ্রাম ক্যাকটাসে প্রোটিনের পরিমান মাত্র ৪ গ্রাম। এছাড়া ক্যাকটাসে ফসফরাস আর সোডিয়ামের পরিমানও খুবই কম। তাই পশুখাদ্য হিসাবে ক্যাকটাস ব্যবহার করতে হলে তার সাথে প্রয়োজনমতো প্রোটিন, ফসফরাস আর সোডিয়াম মিশিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে পশুগুলোর শরীরে দেখা দেয় প্রোটিন এবং খনিজপদার্থের অভাবজনিত সমস্যা।

ভারতে যেসব ক্যাকটাস আমরা দেখতে পাই তাদের বেশীরভাগই এসেছে বিদেশ থেকে। এর মধ্যে ফনিমনসা আর তেশিরা মনসা হল আমাদের অতি পরিচিত দুটি ক্যাকটাস। ভারতে ঘাস যথেষ্ট পরিমানে জন্মায়, জন্মায় অন্যান্য গাছপালাও। তাই ভারতে পশুখাদ্য হিসেবে ক্যাকটাসের প্রচলন প্রায় দেখাই যায় না। তবে ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং বিষয়টি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন।

মানুষের খাদ্য হিসাবে ক্যাকটাস ঃ

সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২০০০ প্রজাতির ক্যাকটাসের মধ্যে কোন কোন ক্যাকটাস যেমন পশুখাদ্য হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে তেমনি বেশ কিছু ক্যাকটাস আবার ঢুকে পড়েছে মানুষের হেঁসেলে, স্থান করে নিয়েছে মানুষের খাবার টেবিলে। কোন ক্যাকটাস সবজি হিসেবে মানুষের রসনা তৃপ্ত করেছে, কোন ক্যাকটাসের ফল জুগিয়েছে পুষ্টি, সুস্বাদু হিসেবে কুড়িয়েছে মানুষের বাহবা। কোন কোন ক্যাকটাস আবার খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে।

কখন থেকে যে মানুষ ক্যাকটাসকে তার খাদ্য হিসেবে গ্রহন করেছিল তা বলা বেশ মুশকিল। তবে জানা গেছে একসময় আমেরিকায় বাস করত যে 'হোহোকম' নামের উপজাতি তাদের খাদ্য তালিকায় ছিল ক্যাকটাসের এক বিশিষ্ট স্থান।

যে সব ক্যাকটাসের দেহটা গোলাকার স্বাদ আর তৃপ্তির বিচারে তারা মানুষের খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেনি। যেসব ক্যাকটাস চ্যাপ্টা তারাই শুধুমাত্র এব্যাপারে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এইসব ক্যাকটাসের চ্যাপ্টা শাখাগুলো দেখতে বীভার নামের প্রাণীটির লেজের মতো। এই চ্যাপ্টা শাখাগুলোকে মেক্সিকোতে বলে 'নোপাল'। নোপালের স্বাদ অনেকটা টাটকা সবুজ শুঁটিজাতীয় ফল বরবটি বা সোয়বিনের মতো। মেক্সিকোতে এই চ্যাপটা শাখাগুলোর স্যালাড হিসেবে খুবই সমাদর। তবে শুধু মেক্সিকোতেই তো নয়, আমেরিকা, স্পেন এবং ইটালিতেও এই স্যালাড খুব জনপ্রিয়। এই স্যালাডে ক্যাকটাসের সঙ্গে মেশানো হয় টমেটোর টুকরো, ঝাল লঙ্কার কুচি আর টাটকা ভুট্টা। এছাড়াও ক্যাকটাস টুকরো করে সেই টুকরোগুলোকে ভাপে সেদ্ধ করে ডিমের ওমলেটে দেওয়া হয়, আমাদের দেশে যেমন করে ওমলেটের সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দেওয়া হয় অনেকটা সেইরকম।

ক্যাকটাসের ফলগুলোকে মেক্সিকোতে বলে 'টুনা'। 'ওপানসিয়া ফাইকাস-ইন্ডিকা' নামের ক্যাকটাসের ফল খুবই জনপ্রিয়। এর ফলগুলো দেখতে অনেকটা পাতিলেবুর মতো, ২ ইঞ্জি থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা। এই ফল পাকে সেপ্টেম্বর মাসে। পাকা ফলের বাইরেটা লাল আর ভেতরটা কমলা রঙের। এই ফলের স্বাদ মিষ্টি। যদিও 'ওপানসিয়া'র সমস্ত প্রজাতির ফলই খাওয়া হয়, কিন্তু যেসব প্রজাতির পাকা ফলের বাইরেটা হলুদ আর ভেতরটা সবুজ সেগুলো বেশী সুস্বাদু হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা রাজ্যের ম্যারিকোপা অঞ্চলে যে সাগুয়ারো নামে বিশালকায় ক্যাকটাসের বিস্তৃত বনভূমি রয়েছে সেই গাছগুলো থেকে লালরঙের পাকা ফল যখন মাটিতে ঝরে পড়ে তখন সেগুলো ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা সংগ্রহ করে তৃপ্তি সহকারে খায়। আরও যেসব ক্যাকটাসের ফল খাওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে 'হাইলোসিরিয়াস' নামের ক্যাকটাসের বিভিন্ন প্রজাতি। এদের মধ্যে 'হাইলোসিরিয়াস আন্‌ডাটাস' প্রজাতিটির বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। এর ফলের বাইরের খোসাটার রং স্ট্রবেরির মতে কিন্তু ভিতরের সাঁসের রং সাদা আর তাতে থাকে অনেক কালো রঙের বীজ। এই ফলের স্বাদ হাল্কা মিষ্টি। ক্যাকটাসের ফলগুলো যে শুধু ফল হিসেবেই খাওয়া হয় তা নয়, বিভিন্ন ক্যাকটাসের ফল থেকে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরী করা হয় ভিনিগার, সিরাপ, সস, জ্যাম, জেলি, আঁচারের মতো বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য। আমেরিকা আর মেক্সিকোর সুপারমার্কেটগুলোতে দোকানে দোকনে থরে থরে সাজানো থাকতে দেখা যায় ক্যাকটাসের ফল থেকে তৈরী এইসব আকর্ষণীয় খাদ্যবস্তু। ক্যাকটাসের তৈরী 'Prickly Pear Jelly' নামের জেলি তো যথেষ্টই দেখা যায়। এছাড়াও দেখা যায় যথেষ্ট ক্যাকটাসের তৈরী জ্যাম- রং যার লাল টুকটুকে, খেতে অতি চমৎকার।

আমেরিকার সোনোরা মরুভূমিতে বাস করে 'টোহোনো উডহাম' নামের এক উপজাতি। এরা সেখানের সাগুয়ারো নামের ক্যাকটাসটির উজ্জ্বল লাল রঙের ফুলগুলো গাঁজিয়ে তৈরী করে এক ধরণের মাদকজাতীয় পানীয়। এই পানীয়ের নাম 'টিসউইন'। এই উপজাতির মানুষের কাছে এ এক অতি আকর্ষনীয় পানীয়। 'ওপানসিয়া ফাইকাস-ইণ্ডিকা' নামের ক্যাকটাস থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে এই রকমই আর এক পানীয় উৎপাদিত হয়ে চলেছে মেক্সিকোতে—নাম তার 'কোলোঞ্চে'। এছাড়াও ক্যাকটাসের ফল থেকে সিসিলিতে 'ফিকেডি' নামের পানীয় উৎপাদিত হচ্ছে, মাল্টাতে উৎপাদিত হচ্ছে 'বাজাত্রা' নামের পানীয়, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে উৎপাদিত হচ্ছে 'চুঙ্গি স্পিরিট'।

ক্যাকটাসের ফলের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই ফল সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হচ্ছে মেক্সিকোতে—বছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সবচেয়ে বেশী রপ্তনিকারক দেশটির নামও মেক্সিকো, আর যেসব দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে সেগুলি হল প্রধানত আমেরিকা এবং কানাডা। এছাড়াও রপ্তানি করা হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ২০১২ সালে শুধুমাত্র কানাডাতেই এই রপ্তানির পরিমান ছিল ১০০০ মেট্রিক টন। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলোও এই ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে— বিশেষত চিলি এবং পেরু। বর্তমানে এই বিষয়টা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন। আর

সেই কারণেই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ক্যাকটাস রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারতের নামও একদিন উঠে আসবে আর সেদিন এই বাবদ যথেষ্ট বিদেশীমুদ্রা অর্জিত হবে বলেই আশা করা যায়।

রোগ নিরাময়ে ক্যাকটাস ঃ

আদিমকাল থেকেই মানুষ খুঁজে চলেছে সেইসব বস্তুর যা খেলে বা যার সাহায্যে শরীর থাকবে সুস্থ, রোগজ্বালা হবে না আর রোগ হলেও তা সহজেই সেরে যাবে। এই খোঁজ করতে করতেই সে পেয়েছে এমন সব গাছপালা যার ভিতরে রয়েছে সেইসব বস্তু যা থেকে রোগমুক্তি ঘটে। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে মানুষ পেয়েছে ম্যালেরিয়া রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার ওষুধ 'কুইনাইন'। ক্যাকটাস নামের একরকম গাছের মধ্যেও মানুষ খুঁজে পেয়েছে রোগমুক্তির উপায়। ক্যাকটাস বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক কাঁটায়ভরা গাছ, যদিও এমনসব ক্যাকটাসও রয়েছে যাদের কাঁটা নেই। প্রায় ২০০০ প্রজাতির ক্যাকটাস ছড়িয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে যাদের অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা ভেষজ গুণের সন্ধান পেয়েছে। এমনসব ক্যাকটাসের সন্ধান মানুষ পেয়েছে যা তাকে দিতে পারে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রনে রাখার এক নিশ্চিন্ত উপায়। জানা গেছে চোলা নামের ক্যাকটাসের কুঁড়ি, ফুল আর কান্ড খেয়ে রক্তের শর্করা স্বাভাবিক করা যায়। মেক্সিকোতে ডায়াবিটিসের নিয়ন্ত্রনে 'ওপানসিয়া ফুলিজিনোসা' নামের ক্যাকটাসকে মানুষ বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। অ্যালকোহলের সাহায্যে এই গাছের কান্ডের নির্যাস বার করে তা খেলে ডায়াবেটিস সেরে যায়। এই বিষয়টা বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে। তাঁরা তাই এই গাছটি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। কিছু ইঁদুরে কৃত্রিমভাবে ডায়াবিটিস রোগ সৃষ্টি করে তাদের এই গাছের কান্ডের পরিশুদ্ধ নির্যাস খাওয়ানো হয়েছে। দেখা গেছে এই ক্যাকটাসের মধ্যে যে তন্তু আর পেক্টিন থাকে তা এই ইঁদুরগুলোর পাকস্থলী আর তন্ত্রের দেওয়ালের কোষগুলোর শর্করা শোষণ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু পাকস্থলী আর অন্ত্রের দেওয়ালের কোষ থেকে শর্করা রক্তে আসে তাই ঐ কোষগুলোতে শর্করা কম মাত্রায় থাকায় রক্তেও তা স্বাভাবিকভাবেই কমেছে। মেক্সিকোতে আরও একটি ক্যাকটাস রয়েছে যাকে তারা 'নোপাল' বলে। সেই ক্যাকটাসের সাহায্যে এই দেশের লোকেরা type-2 ডায়াবিটিস সারিয়ে তোলে। এই জন্য নোপালের কান্ড আগুনে ঝলসে নিয়ে তারা খায় আর তাতেই রক্তের শর্করা কমে নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এছাড়া ডায়াবিটিস রোগের উপশমের জন্য 'ওপানসিয়া ফাইকাস-ইণ্ডিকা' নামের ক্যাকটাসের কান্ড শুকিয়ে সেই শুকনো কাণ্ডের গুঁড়োও মেক্সিকোর মানুষেরা খায়।

ক্যাকটাস যে শুধু ডায়াবেটিস সারিয়ে তোলে তা নয়, রক্তে লিপিডের মাত্রাও কমাতে পারে। রক্তে লিপিডের

—এরপর চারের পাতায়

শিশু চুরির অভিযোগে মহিলা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ ডিসেম্বর : মৌরী বিবি নামে এক মহিলাকে শিশুচুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে কালনা থানার পুলিশ। ধৃতার বাড়ি নবদ্বীপ থানার বাইচচড়া গ্রামে। অপরদিকে হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য, এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা হাসপাতাল থেকে শিশু তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল, সে সময় নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ধরে। সুপারের বক্তব্য অনুযায়ী যে শিশুকে কেন্দ্র করে এতবড়ো ঘটনা, সেই শিশুটি আদতে মন্তেশ্বর থানার সুটরা গ্রামের টুসি হালদারের। গত ২৮ নভেম্বর কালনা হাসপাতালে তাঁর ক্রোড়েই এই শিশুপুত্রের জন্ম হয়েছে। এদিন সকালে আলাপচারিতার মাধ্যমে ওই মহিলা শিশুটিকে কোলে নিতে চাইলে তিনি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। ভিড় জমে ওঠে এবং মহিলার ওপর শুরু হয় নির্মম প্রহার। মহিলার নাম সবিতা হালদার। বাড়ি কালনা শহরেই। পুলিশ তাঁকে পরে ছেড়ে দেয়।

নানারূপে ক্যাকটাস

—তিনের পাতার পর

মাত্রা বেশী হয়ে গেলে 'ওপানসিয়া ফাইকাস-ইণ্ডিকা' নামের ক্যাকটাস খেলে তা কমে যায়। এই ক্যাকটাসটি শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমিয়ে শরীরের অতিরিক্ত স্থূলত্ব সারিয়ে তুলতে সক্ষম। সানোজ ২০০০ সালে তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টা প্রমান করেছেন।

হৃৎপিণ্ডের নানা সমস্যার সমাধান হতে দেখা গেছে 'ওপানসিয়া ম্যক্রোরাইজা' নামের ক্যাকটাসের ফল আর কচি কাণ্ড খাওয়ার ফলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হুপিংকাশি আর অ্যাজমার উপশমে 'ওপানসিয়া' নামের ক্যাকটাসের বিভিন্ন প্রজাতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আলসার রোগে ক্যাকটাসের সক্রিয়তা নজর কাড়ার মতো। গালাটি আর তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা ২০০১ সালে এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন যে সিসিলিতে 'গ্যাস্ট্রিক আলসার'-এর নিরাময়ে 'ওপানসিয়া ফাইকাস-ইণ্ডিকা'র শাখাগুলো যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। তাঁরা এই ক্যাকটিসটির উপর গবেষণা করে ২০০২ সালে প্রকাশ করেছেন এক গবেষণাপত্র। তাঁরা জানিয়েছেন এই ক্যাকটাসে যে আঠালো মিউসিলেজ থাকে তার প্রভাবে ইথানলঘটিত আলসার সেরে যায়। গালাটি আর তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপরে ইঁদুরের উপর গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন ইথানলঘটিত আলসারে এই ক্যাকটাস অত্যন্ত কার্যকরী।

ক্যানসার প্রতিরোধেও ক্যাকটাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। গবেষণাগারে কৃত্রিম মাধ্যমে ক্যানসারে আক্রান্ত কোষের আবাদ করে তার উপর ক্যাকটাসের ফলে নির্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে। দেখা গেছে এই নির্যাস সারভাইক্যাল ক্যানসার, ডিম্বাশয়ের ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে। দেখা গেছে ক্যাকটাসের ফলে নির্যাসের প্রভাবে এই কোষগুলোর বেশীরভাগই অ্যাপোপ্‌টোটিক কোষে অর্থাৎ আত্মঘাতী কোষে পরিণত হয়েছে। আরও যা ঘটতে দেখা গেছে তা হল কোষগুলোর বিভাজন G-I দশায় এসে থেমে গেছে। এই নির্যাস ইঁদুরকে খাইয়ে তার ডিম্বাশয়ের ক্যানসার রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

'ওপানসিয়া ফাইকাস-ইণ্ডিকা' নামের ক্যাকটাসের ফলের থেকে 'বিটানিন' নামের এক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যা 'ক্রনিক মায়েলয়েড লিউকেমিয়া' প্রতিরোধে সক্ষম বলে প্রমানিত হয়েছে। এই ক্যাকটাসের থকথকে মিউসিলিজের প্রলেপের প্রভাবে একদিকে যেমন পোড়া, ক্ষত, ঘা সেরে যায় অন্যদিকে আবার এই ক্যাকটাস খেলে বদহজমেরও উপশম হয়।

আমাদ আর তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত গবেষণা থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে তা হল—'ওপনসিয়া স্ট্রেপ্টাক্যান্থা' নামের ক্যাকটাসের শাখার নির্যাস ইঁদুর আর ঘোড়াকে খাওয়ালে 'হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ-টু', 'ইকুইন হার্পিস ভাইরাস', 'ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস' আর 'এইচ আই-ভি ওয়ান' ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু এই ক্যাকটাসের নির্যাসের নির্দিষ্ট যে বস্তুটির সক্রিয়তার কারণে এই প্রতিরোধ ঘটে সেটিকে নিশ্চিত করে এখনও সনাক্ত করা যায়নি। এ ব্যাপারে গবেষণা চলছে, আশা করা যায় অচিরেই সাফল্য পাওয়া যাবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ১৯৫৩ সালে, উইনস্টন চার্চিল, জন্ম ১৮৭৪ সালের ৩০ নভেম্বর। ২। ডি.কে. কার্ভে, পুনেতে, ১৯১৬ সালে। ৩। স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফ। ৪। বড়লাট জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। ৫। ১৯৬৫ সালে ১ ডিসেম্বর। ৬। ১৮৮১ সালের ২ ডিসেম্বর। ৭। ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বর। ৩৮০০ জন, ২০,০০০ মানুষ। ৮। লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৯০ সালের ৩ ডিসেম্বর। কলকাতায়, ৯। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিহারে ১৮৮৪ সালের ৬ ডিসেম্বর, ২৬-১-১৯৫০ থেকে ১২-০৫-১৯৬২। ১০। ১৯৮১ সালের ৪ ডিসেম্বর, সিঁড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। ১১। এশিয়া মহাদেশে, ১৭৮২ সালের ৫ ডিসেম্বর, শ্যামদেশ। ১২। ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর, চীনে। জন্ম ১৩-০৭-১৯১০।

মহিলা সংঘর্ষ জাঠা

—প্রথম পাতার পর

করো। এদিন বিহারের মহিলা নেত্রী রামপরীর হাতে জাঠার পতাকা তুলে দেওয়া হয়। ৪ ডিসেম্বর জাঠা ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করবে। নিরসায় সংবর্ধনা সভা হবে। ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির একাদশতম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের চার প্রান্ত থেকে চারটি মহিলা সংঘর্ষ জাঠার সূচনা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড বিহার, উত্তর প্রদেশ, হয়ে জাঠা পৌঁছাবে মধ্যপ্রদেশে। ১০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের জাঠা পৌঁছাবে ভোপালে। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির সর্বভারতীয় নেত্রী সাবিত্রী মজুমদার। বর্ধমানের সংবর্ধনা সভায় ভারতী ঘোষাল, সাধনা মল্লিক, সংগঠনের বর্ধমান জেলা সম্পাদিকা শান্তি মজুমদার প্রমুখ।

বিশাল পদযাত্রা

—প্রথম পাতার পর

(সি.আই.টি.ইউ) ও অন্যান্য গণসংগঠন লাগাতার ভাবে যৌথ আন্দোলন করছে। গত ২০শে নভেম্বর এই দাবিতে ইস্পাতনগরীর এ-জোন ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে আরেকটি সুবিশাল পদযাত্রা কামালপুর থেকে ট্রাঙ্ক রোড ধরে দীর্ঘ ১১ কিমি পথ অতিক্রম করে। এই দাবিগুলির সমর্থনে দুর্গাপুর ইস্পাত ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (সি.আই.টি.ইউ) ও অন্যান্য গণসংগঠন যৌথ আহ্বানে সকাল ৮ টা থেকে সেইল আবাসন অঞ্চল থেকে সি-জোন ও সেপকো টাউনশীপ হয়ে ইস্পাতনগরীর বি-জোনের তিলক ময়দান পর্যন্ত ১৪ কিমি ব্যাপী এক ঐতিহাসিক বিশাল বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় সামিল হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সি.আই.টি.ইউ এর বর্ধমান জেলার সভাপতি বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, দুর্গাপুর (পূর্ব) এর সি.পি.আই. (এম) বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, মলয় ভট্টাচার্য, বিজয় সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই দাবিগুলির সমর্থনে দুর্গাপুর ইস্পাত ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (সি.আই.টি.ইউ) ও অন্যান্য গণসংগঠন যৌথ আহ্বানে আগামী ৭ই ডিসেম্বর দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে-অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের সি.ই.ও এর কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের গেটে বিশাল জমায়েতের ডাক দিয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ নভেম্বর ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বৃদ্ধা কুরুনী বিবি'র। তার বয়স হয়েছিল ৭০। বাড়ি হুগলী জেলার বলাগড় থানার ফতেপুর গ্রামে। তিনি মেয়ের বাড়ি গুপ্তিপাড়া যাচ্ছিলেন। ফতেপুর মোড়ে বলাগড়ের দিক থেকে আসা দ্রুতগামী ট্রাক তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ ডিসেম্বর : ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট দিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দেরি করার বিরুদ্ধে এদিন বর্ধমান শহরের কার্জনগেটের সামনে সরকারি কর্মচারীরা বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিলেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে এই সভা হয়। সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের জীবন জীবিকার লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে এদিন এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে ছিলেন। লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচির উত্থাপিত প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস। সরকারি কর্মচারীরা কেন রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন তার ব্যাখ্যা করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন শরদিন্দু শেখর মিত্র, প্রণব আইচ, বিশ্বনাথ দে, সুকুমার পাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তৃণমূলী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম) মেমারি-১ জোনাল কমিটির ডাকে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে মেমারি পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মেমারি জোনাল কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জি ও পীযুষ বিশ্বাস প্রমুখ। পুলিশের উপস্থিতিতেই সাতগাছিয়ার সভায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে সভা পণ্ড করে দেয়। তারা মাইক ও মঞ্চ ভাঙ্গে। শুধু তাই নয় হামলায় আক্রান্ত গুরুতর আহত পার্টির নেতা নূর মহম্মদ ও রবি ঘোষকে চিকিৎসার জন্য যে গাড়িতে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই গাড়িতে ফের আক্রমণ চালায়। আহতদের সঙ্গে ওই গাড়িতে তখন ছিলেন সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জি, মেমারি- ২ জোনাল কমিটির সম্পাদক অশেষ কোঙার এবং প্রবীণ পার্টি নেতা জীবন দাস। সাতগাছিয়া পার্টি অফিসে তাঁরা প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত বন্দী ছিলেন। আহতরাও চিকিৎসার কোনও সুযোগ পাননি।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা